বৃদ্ধাশ্রম

(মঞ্চের পর্দা উঠতেই মঞ্চের আলো জ্বলে । মঞ্চে বসে আছে দুজন বৃদ্ধের মাঝে এজজন বৃদ্ধা । ১ম বৃদ্ধ আপন মনে আঙ্গুলের কর গুনছে আর একজন মাঝে মাঝে কাশছে । আর বৃদ্ধা মহিলা ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে ঢলে পড়ছে ।)

১ম বৃদ্ধ দিন যে আর কাটে না -
বৃদ্ধা - খাওয়ার ডাক এসেছে কি ? (হাই তোলে)
২য় বৃদ্ধ- না - এখনও সময় হয়নি -
বৃদ্ধা সময় কখন হবে ?
১ম বৃদ্ধ যখন ঘন্টা বাজবে
বৃদ্ধা ঘন্টা কখন বাজবে
২য় বৃদ্ধ যখন স্বর্গে যাবে
বৃদ্ধা ওঃ -তাহলে আর একটু ঘুমাই -
১ম বৃদ্ধ সেই ভাল

(এমন সময় ২য় বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে টলে পড়ে যায়)

বৃদ্ধা কি হল- !
২য় বৃদ্ধ ও কিছু না -

(১ম বৃদ্ধ গিয়ে ২য় বৃদ্ধকে ধরে আবার চেয়ারে বসায়)

১ম বৃদ্ধ টলমল শরীর নিয়ে সামলাতে পারোনা তবু একা চলার সখ -
২য় বৃদ্ধ বাথরুমে যাব ভাই -
বৃদ্ধা কাউকে ডাকলে তো পারতে
১ম বৃদ্ধ ডাকলে কেউ তো আসে না -
বৃদ্ধা খাবারের ডাক এল কি ?
১ম বৃদ্ধ এদিকে একজনের বাথরুমের জ্বালা ওদিকে ওনার খিদের জ্বালা - হয়েছে ভাল
বৃদ্ধা খিদের জ্বালা যে বড় জ্বালা -
১ম বৃদ্ধ এটা বাড়ি নয় - এটা বৃদ্ধাশ্রম - যা হবে ওদের নিয়মে সব হবে
বৃদ্ধা সেটা হাড়ে হাড়ে টেরপাচ্ছি
১ম বৃদ্ধ তোমাদের মেয়েদের তো তাও ভাল রাধুনিও আছে আবার বাঁধুনিও আছে -
২য় বৃদ্ধ বাঁধুনিটা কি তাতো বুঝলাম না -
১ম বৃদ্ধ ওই যে - নন্দিনি সবার রান্নাও করে আবার মেয়েদের চুলও বাঁধে -
বৃদ্ধা ওটা আমাদের উপরি পাওনা -
২য় বৃদ্ধ ওটা আমাদের বেলা কেন হয় না
১ম বৃদ্ধ তোমার বাথরুম পাইনি । -উপরি পাওনার সখ - চল আমার সাথে
২য় বৃদ্ধ নিয়ে যাবে ! তাহলেতো খুব ভাল হয় । একা চলতে গেলে তো টলমল করি
বৃদ্ধা খাবারের ডাক এল ?
২য় (বিকৃত করে) আর কোন ডাক ভাল লাগে না বুঝি
বৃদ্ধা এই বয়সে দুটো ডাক ভাল লাগে - একটা খাবারের -অন্যটা মরণের । দুটোই বড় বেয়াদপ

(প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ- খাবার রেডি - সবাই চল

বৃদ্ধা ওরে এসেছে - খাবারের ডাক এসেছে

১ম বৃদ্ধ বাবাঃ । আনন্দ আর ধরে না

বৃদ্ধা বাড়িতে ওই জ্বালায় মরতাম বলেই তো এখানে এলাম । বয়সকালে বড়ই জ্বালা গো -ছেলে ছেলের বৌরা খেতে দিত, কিন্তু দিত না একটু হাসি - ওটাই তো ছিল কঠিন জ্বালা -

১ম বৃদ্ধ বৃদ্ধাশ্রমে আর কিছু না থাক সাথী আছে - বাড়ীতে সেটাও ছিল না

২য় বৃদ্ধ সাথী আছে - তবে নামে - ডাকলেও কাউকে পাবে না

পরাণ রোজরোজ এক কথা বলে কি লাভ শুনি । ক দিন ধৈর্য ধরো- দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে

২য় বৃদ্ধ কেন ? কোন অনাথ কে খুঁজে পেলি না কি - ? ... আমাদের কথাও একটু ভাবতে বল

পরান সবাই চল - আমার আবার অনেক কাজ আছে -

১ম বৃদ্ধ এক মাত্র নন্দিনি মেয়েটাই খুব ভাল - সবার খেয়াল রাখে -

পরান বাবা- নন্দিনি মাসির দিকে এত নজর কেন ?

১ম বৃদ্ধ (গম্ভীর স্বরে) -ওকে আমি আমার নাতবৌ মনে করি - ঠিক তার মত করে ও সেবা করে

পরান আর আমাকে কি মনে হয় -

২য় বৃদ্ধ বজ্জাৎ - । এবার চল -

পরান- চলো সবাই -নইলে আমার দেরী হয়ে যাবে -

বৃদ্ধা- হ্যাঁ - এবার খাবারের ডাক এসেছে -চল এবার যাই

(আগে বৃদ্ধা তারপর ১ম বৃদ্ধ আর শেষে পরান - একটু এগিয়ে থামে । ২য় বৃদ্ধ চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে)

পরাণ কি হল দাদু তুমি যাবে না ?

২য় বৃদ্ধ আমি যে টলমলে - আমায় না সামলালে কি আমি যেতে পারি

পরাণ- সরি দাদু - (পরান ২য় বৃদ্ধকে ধরে)

২য় বৃদ্ধ এই টুকুর জন্যইতো বৃদ্ধাশ্রমে আছি -

পরাণ- দাদু - ! (সহাস্যে হাত এগিয়ে দেয়) - এবার চল

(পরাণ ২য় বৃদ্ধকে ধরে এগিয়ে যায় সবাই তাকে অনুসরন করে । মঞ্চের আলো একটু কমে গিয়ে ভোরের আলো জ্বলে । মঞ্চ মুহূর্তের জন্য ফাঁকা। নেপথ্যে রাই জাগো রাই জাগো -গানের সুরে যন্ত্র সংগীতে বাজে । এমন সময় মেজাজ তুঙ্গে করে প্রবেশ করে জগন্নাথ)

জগন্নাথ- বাড়িতেও সময় মত বেডটি পেতাম না । এখানেও সেই যন্ত্রনা - পরাণটা গেল কোথায়- ?

(নেপথ্য থেকে কাশতে কাশতে খগেনকে আসতে শোনা যায়)

জগন্নাথ- ব্যাস হয়ে গেল । কেশো -খগেন বুড়ো এদিকেই আসছে - । কাশতে কাশতে মরে যাবে তবু ওনার বেডটি চাই -

(কাশতে কাশতে প্রবেশ করে খগেন হাতে একটা লাঠি)

খগেন- ও জগন্নাথ , পরানটাকে দেখেছিস -

জগন্নাথ- কেন এখনও বেডটি দেয়নি বুঝি ?

খগেন- আর বলিস নে বাপু - হুঁঃ - হুঁঃ -

জগন্নাথ- আমারও সেই অবস্থা

খগেন- তোরও কি সকাল বেলা আমার মত -এ্যাঁ -

জগন্নাথ- ঠিক তাই -

খগেন- পরাণটাকে একটু টাইট দিসতো রে

জগন্নাথ- কি আর হবে । অভাগা যেদিকে যায় সাগর সেদিকে শুকায় -

খগেন সকাল সকাল এমন কান্না কাটির কি হল শুনি -

(নেপথ্য থেকে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে পরাণ - সাথে মানব)

পরাণ- আসুন আসুন - আগের ঘরটা ছিল আপনার শোবার ঘর আর এটা হল -বৈঠকখানা কাম - ব্যালকনী । ওমা আপানারাও আছেন দেখছি । ভালই হল -অনান্যদের পেলে আরও ভাল হত -

খগেন- ইনি বুঝি আজকে প্রথম এলেন -

পরান- আজ্ঞে হ্যাঁ

খগেন- ইয়ং বুড়ো গো -

মানব- কিছু বললেন -

খগেন- নাম ধামটা বলে নিজের পরিচয়টা দাও তো বাপু -

মানব- আমার নাম মানব - মানব চ্যাটার্জি - থাকতাম আমতলায় এখন থেকে এই বৃদ্ধাশ্রমে

খগেন- বঃ কথার বেশ শ্রী আছে - তুমিই পারবে

মানব- কি পারব ?

খগেন- বেয়াদপদের দমন করতে

মানব- ঠিক বুঝলাম না -

খগেন- ওরে জগন্নাথ -ওকে একটু বুঝিয়ে দে

জগন্নাথ- মানব তুই ? কিরে চিনতে পারছিস ? আরে আমি তোর স্কুলের বন্ধু - জগন্নাথ

মানব- জগন্নাথ -মানে ... ও জগু। কত যুগ পরে তোর দেখা পেলাম -!

জগন্নাথ- তাও জীবনের অন্তিম কালে

মানব হ্যাঁ । এই মিলন হল তবে জীবনের অন্তিম কালে অন্তিম স্থানে -এই বৃদ্ধাশ্রমে

খগেন- ও পরাণ -এরা তো দুইয়ে মিলে এক হয়ে গেল । এবার - তুই বাবা আমার গতি কর -নইলে ওদিকে সব

পরাণ- ব্যাস ব্যাস আর বলতে হবে না । চলুন আপনার ঘরে চলুন -

খগেন- সেই ভাল -হুঁঃ - হুঁঃ -। এই যে ইয়ং বুড়ো তোমার সাথে পরে কথা হবে । আমার আবার একটু -ইয়ে আছে তো - তাই -

পরাণ- আঃ চলুন তো - সব কথা সবাইকে বলতে হয় নাকি -।

(পরানের সাথে যেতে উদ্দ্যত হয়ে থামে)

খগেন- এ ছোঁড়া আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে । এ হল এখানকার হাল ।আগে ঘরে চল তারপর তোকে দেখাচ্ছি মজা-

পরাণ- (ম্লান হেসে) -বাঃ রে -এতো দাদু নাতির মসকরা তাও বোঝ না -

খগেন- দাদু নাতির মসকরা ? বদমাইশিটা ভালই শিখেছ - হারামযাদা । - নে চল

পরাণ- চলুন ।(গানের সুরে)- আমি তোমায় বড় ভালবাসি -

(খগেন পরানের সাথে যেতে যেতে থামে)

খগেন ওমা এবার কি গান - আমায় ভালবেসে কি করবি -মালকরিতো সব ফুরুৎ -

পরাণ আহা -তোমায় কেন ভালবাসতে যাব

খগেন অঃ । তা এবার চল

পরাণ চলুন । (বিকৃত করে) মালকরি সব ফুরুৎ

খগেন সত্যি বলতে লজ্জা কিসের রে -

(পরাণ খগেনের লাঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় । মানব আর জগন্নাথ অবাক হয়ে দেখতে থাকে ।)

জগন্নাথ- এই আশ্রমের বয়ো-জ্যেষ্ঠ উনি । যেমন রসিক তেমনই খোস মেজাজি

মানব- এই বয়সেও

জগন্নাথ- না না ওসব কিছু নয় । যাক ওসব পরে হবে ।এখন তুই বল বৃদ্ধাশ্রমে কি করে ? তাও আবার এখানে ? বড় অবাক লাগছে

মানব- তুইতো জানিস আমি আমার আদর্শের পথে চলতাম

জগন্নাথ- সেই সিস্টেম -।-সেই ছোট্ট পরিবার - এক বা দুয়ে সিমিত সন্তানের সংসার - । এটাইতো ছিল তোর আদর্শ

মানব ঠিক তাই । কিন্তু আজ আমি আমার আদর্শের বিপরীত পথে চলতে বাধ্য হয়েছি ।

জগন্নাথ- বাঁধ হানল কে

মানব- বাঁধ হানল - আকাঙ্খা । সন্তানদের পছন্দ মত শিক্ষা দেওয়া - উচু পদে চাকরী পাওয়া - সব পেয়েও যেন পাওয়ার সাধ মেটেনি - ছুটেছি আকাঙ্খার শিখরের পানে

গজন্নাথ- একটি মাত্র সন্তান সেও পাড়ি দিল বিদেশে । বিনিময়ে বাবা পেল রাশি রাশি বেদেশী মুদ্রা-কিন্তু পেল না সন্তানের ভালবাসা -। ডলার গুনে গুনে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে এই বৃদ্ধাশ্রমে -

মানব- একে বলে নিয়তি

জগন্নাথ- নিয়তি বললে ভুল হবে আসলে নিজের সীমাহীন আকাঙ্খাই এই পরিনতীর কারণ -

মানব- পরিনতীতে পেলাম একাকী জীবন ।.... আজ আমি বড়ই একা । তা থেকে রেহাই পেতে ছুটে এলাম এই বৃদ্ধাশ্রমে -

জগন্নাথ- আসলে এটাও একটা বন্দিশালা । এখানে সব চলে নিয়মে -

মানব- মাঝে মাঝে ভাবি যে আমাদের মত বৃদ্ধ আর পাগলদের মধ্যে তফাৎ কোথায়

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে পরাণ হাতে তার ট্রেতে দু কাপ)

পরাণ- বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধরা মুক্ত আর পাগলা-গারদের পাগলরা বন্দি - এটাই তফাৎ -

মানব- বঃ দারুন বলেছে -। বৃদ্ধরা মুক্ত আর পাগলেরা বন্দি

পরাণ- তাইতো একটা আশ্রম - অন্যটি -গারদ - এটাই তফাৎ ? বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধরা সন্মানের পাত্র আর গারদের পাগলদের হয় ঘৃণা নয়ত অবহেলার পাত্র -এটা কি তফাৎ নয় ?

জগন্নাথ- তুই এত সব জানলি কি করে.....

পরাণ আগে চা-টা খান তারপর বলছি

(পরাণ দুজনাকে চা দেবার পর ভাবুক ভাবে বলে)

পরাণ পাগলা-গারদের পাগলরা দিনের পর দিন অমানবিক কষ্ট সহ্য করে । একটু মুক্তির জন্য করুণ দৃষ্টে চেয়ে থাকে - তবু পায় না মুক্তি -। ক জন পারে ওদের পাশে দাঁড়াতে । ক'জন জানতে চায় ওদের কথা । নীরবতাই ওদের সঙ্গী -এটাই ওদের বেদনা -এটাই ওদের সাথে তফাৎ

মানব- বিষয়টা যে এত মর্মান্তিক তা বুঝিনি -

পরাণ- বুঝতেন যদি - আমার মত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হত

জগন্নাথ- মানে তুই -

পরাণ- দেখুনতো কথায় কথায় কত কথা বলে ফেল্লাম - আমি -চলি -

(দ্রুত বিদায় নেয় পরাণ)

জগন্নাথ- এমনই মর্মান্তিক কত ঘটনা ঘটে চলেছে ক'জন তার খোঁজ রাখে । চল তোর ঘরটা দেখে আসি -

মানব- হ্যাঁ - চল

(জগন্নাথ আর মানব ভিতরে যায় । অন্য দিক থেকে প্রবেশ করে খগেন)

খগেন- কই হে । সবাই কোথায় গেল -উঁ-হু-হুঁ - কাশিটাই জ্বালিয়ে দিল । কইরে ও পরাণ কোথায় গেলি

(প্রবেশ করে নন্দিনি)

নন্দিনি- যাঃ বাবা । এখানেও নেই

খগেন- কাকে খুঁজছিস -। ও নন্দিনি, বললি না তো কাকে খুঁজছিস

নন্দিনি- ওই যে গো নতুন যে এসেছে তাকে -

খগেন- কেন তার পিছনে লাগার কি হল শুনি

নন্দিনি- দাদু তুমি এমন এমন কথা বল -

খগেন- কি করব বল এটা আমার যৌবন কালের স্বভাব

নন্দিনি- (বিকৃত করে) যৌবনকালের স্বভাব ? স্বভাবটা কি শুনি -

খগেন- সবার পিছনে কাটি করা -

নন্দিনি- আ- মরন । ভাল কাজ খুঁজে পেল না -

খগেন- হেঃ হেঃ - হুঁ - হুঁ - জ্বালিয়ে দিলে

নন্দিনি আমি আবার কি করলাম

খগেন- তুই না । কাশিটা - হারামজাদা-

নন্দিনি- নাঃ । লোকটা ঘরেও নেই আবার এখানেও নেই - কোথায় গেল কে জানে । ওদিকে আবার দেরী হলে মেট্রন শুরু করে দেবে ..। দাদু তুমি ওই নতুন লোকটাকে দেখেছ

খগেন- আমিও তো তাকেই খুঁজছি

নন্দিনি- তা আগে বলতে পার নি

খগেন- বলার সুযোগ দিলি কই । দেখ দেখ নন্দিনি - আকাশে কেমন মেঘের খেলা -

নন্দিনি তুমি আকাশ নিয়ে থাক আর আমি বাতাসে খেয়ে আসি -

(নন্দিনি প্রস্থান উদ্যত এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় মানব আর জগন্নাথ)

জগন্নাথ- নন্দিনি । তুমি এখন এখানে !

নন্দিনি- আপনিও আছেন । ভালই হয়েছে

মানব- আমাকে বলছেন ?

নন্দিনি- নমষ্কার । আমার নাম নন্দিনি

খগেন- এ হল এখানকার কুক - ইন চার্জ

নন্দিনি- আপনার রুচি অরুচির কথা -যদি বলেন

মানব- রুচি অরুচির কথা ! মানে পছন্দ অপছন্দের খাবার তালিকা ?

নন্দিনি হ্যাঁ

জগন্নাথ- হাসপাতালে যেমন ডায়েটিসিয়ান থাকে এখানেও তেমন উনি

নন্দিনি- আপনাদের শারিরীক সুস্থতা তথা রুচি-অরুচির কথা ভেবে আমাদের এই প্রয়াস

খগেন- আহা মনটা ভরে গেল -

নন্দিনি- সব কথায় ফোঁরন কাটো কেন

খগেন বলেছি না ওটা যে আমার ....ইয়ে

নন্দিনি (বিকৃত করে)- যৌবন কালের স্বভাব- বিয়ে

খগেন করবি ?

নন্দিনি কি করব !

খগেন ওই যে বললি - বিয়ে

নন্দিনি মরন - হুঁঃ -

খগেন ও ভায়া- তুমি আবার মনে কিছু কোরনা ।এটা দাদু নাতনীর ঘুসো-ঘুসি । আসলে আপন বলতে ওরাই সব , তাই ওদের নিয়ে এমনি ভাবেই একটু রসিকতা করে জীবনের বাকী দিনকটা কাটিয়ে দিচ্ছি -

মানব- না না মনে করব কেন । হাসি খুশি থাকা আর হাসি খুশি রাখাটা দুটোই বড় কঠিন কাজ -

খগেন- দেখ নন্দিনি - একেই বলে জহুরী জহুরীকে চেনে -হেঃ হেঃ - কি যেন নামটা তোমার -

মানব- মানব

খগেন- হ্যাঁ হ্যাঁ মানব । -বড় ভাল লাগল হে

নন্দিনি দাদু আমাদের যেমন বকে আবার তেমন হাসায় । তবে নিজে কাঁদবে কিন্তু অন্যকে কাঁদতে দেবে না । .....দাদুকে হারালে আমরা

(কথা বলতে বলতে নন্দিনির চোখে জল আসে)

খগেন দেখ দেখ - ওর চোখে জল -আবার বলে আমি নাকি কাউকে কাঁদাই না

(খগেন চোখের জল মোছে)

জগন্নাথ- এটাই এখানকার বৈশিষ্ট - একজন কাঁদে অন্যেকে হাসাবার জন্য

খগেন আমরা একে অন্যের সাথে লড়াই করি আবার কারো বিপদে সবাই ঝাঁপিয়েও পড়ি

মানব- ধন্য আপনি - আপনি আমাদের পূজ্য

খগেন ও নন্দিনি , তুই তোর কাজ শুরু কর - ও এখন অন্য পথে যাচ্ছে

মানব মানে ?

খগেন ওই যে তেল লাগালে

নন্দিনি- আঃ দাদু । আপনার কিসে রুচি আবার কিসে অরুচি - এটা যদি বলেন -

(মানব নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে)

জগন্নাথ কিরে কি ভাবছিস - নতন্দিনির কথার উত্তর দে -

মানব- না ভাবছি -এটাতো হাসপাতাল নয় তবু -

খগেন ইয়ং বুড়োদের নিয়ে এটাই সমস্যা -কথায় কথায় কৌতুহল আর প্রশ্ন -

মানব- আজ্ঞে - (জগন্নাথ ইসারায় মনবকে চুপ করতে বলে)

নন্দিনি- এটা হাসপাতাল নয় ঠিক । এটাও তো একটা সেবাকেন্দ্র । সঠিক সেবার জন্য সঠিক তথ্যটা জানা প্রয়োজন তাই -

জগন্নাথ- এটা এখানকার বৈশিষ্ট । সবার ভাল মন্দের খোঁজ ওর নখদর্পণে -

নন্দিনি- আমাদের মেট্রনের একটাই লক্ষ্য - অতিথী সেবা পরমধর্ম -আর আপনারা আমাদের অতিথী - আমাদের নারায়ন তাই -

মানব- নারায়ণ !

খগেন- এরা স্বামী বিবেকনন্দের আদর্শের অনুরাগী -

মানব- স্বামী বিবেকানন্দ তো নিঃস্বার্থ সেবার কথা বলেছেন কিন্তু এখানে তো পয়সার বিনিময়ে সেবা -

খগেন- হাঃ হাঃ । নন্দিনি- এরা আধুনিক যুগের বুড়ো - বোকা বানাতে পারবে না- হাঃ হাঃ

মানব- আর কিছু জানার বাকী আছে ?

নন্দিনি- বলছিলাম আপনার রুচি -অরুচিটা -যে জানা হল না

মানব- আমি যাহা পাই তাহাই আমার রুচি - যাহা পাই না তাহাই আমার অরুচি -

জগন্নাথ- কিছু বুঝলে নন্দিনি ?

নন্দিনি- না !

খগেন- বুঝবে না - আমিও বুঝিনি - এই জন্যেই তো আমরা বৃদ্ধাশ্রমে - হাঃ হাঃ হাঃ-

(সবাই খগেনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে । এমন সময় ব্যাস্ততার সাথে প্রবেশ করে পরান)

পরান সবাই চলুন খাবারের সময় হয়ে গেছে

জগন্নাথ সেই নিয়মের ঘড়ি দেখে চলা -চল মানবে

(জগন্নাথ আর মানব আগে নন্দিনি খগেনকে নিয়ে প্রস্থান করে ।মঞ্চের আলো নিভে গিয়ে আবার জ্বলে । মঞ্চ ফাঁকা। হাতে একটা ট্রে তাতে দু কাপ চা নিয়ে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ রাই জাগো রাই জাগো .....

(এমন সময় নেপথ্যে কলিং বেল বাজে)

পরাণ- কলিং বেল !-এই সকাল বেলায় !

(আবার নেপথ্যে থেকে কলিং বেল বাজার শব্দ শোনা যায়)

পরাণ মনের সুখে বাজিয়ে চলেছে । কই দেখি - (মঞ্চের সামনে গিয়ে নীচের দিকে উকি দেয়) কই কেউ নেইতো - ভালই হয়েছে আপদ বিদায় হয়েছে - (গুন গুনিয়ে) রাই জাগো রাই ..

(আবার কলিং বেল বাজে । পরাণ বিরক্তির সাথে বলে)

পরাণ ওঃ এবার ওর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে

(বিরক্তির সাথে পরাণ প্রস্থান করে । মুহূর্তের জন্য মঞ্চ ফাঁকা । নেপথ্যে যন্ত্র সংগীতের শোনা যায় । পরমুহূর্তে নেপথ্য থেকে কথা বলতে বলতে প্রথমে আকাশ আর পরাণ প্রবেশ করে)

পরাণ- এই এই কোথায় যাচ্ছ ?

আকাশ- কই এখানেতো কেউ নেই -। কোথায় ? মেট্রন - কোথায় ?

পরাণ- কথা নেই বার্তা নেই প্রথমেই মেট্রনের খোঁজ

আকাশ - ঠিক আছে । ম্যানেজার কোথায় -বল । -

(পরাণ অবাক হয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকে ।)

আকাশ (ম্লান হেসে) এই যে ভাই - শোন -।

পরাণ বাবাঃ সুর বদলে গেল যে । মতলব টা কি শুনি -

আকাশ মতলব আবার কি । একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে

পরাণ চা খেতে ইচ্ছে করছে

আকাশ হ্যাঁ । (ম্লান হেসে)এই- তোমাদের এখনও চা হয়নি

পরাণ চোপ । কোথাকার লাটের বাট ? ওনাকে বেডটি দাও -

আকাশ- তুমি অত রাগ কর কেন বলতো ।

পরাণ রাগ করব না ? - কোথা থেকে এলেন লাটসাহেব - ওনাকে বেডটি দাও

আকাশ শোন শুখ যদি চাও তবে হিংসা-ক্রোধ কে বিদায় দাও । দেখবে সদা খুশি আর খুশিতে ভরে যাবে

পরাণ এ্যাঁ - কোথাকার পন্ডিত এলেন । জ্ঞান দিচ্ছে । আসল মতলবটা কি শুনি

আকাশ চোপ - খালি কটু বুদ্ধি

পরান ওমা আমাকে ধমকাচ্ছে (উত্তেজিত ভাবে) - তুমি জান - আমি কে

(কাশতে কাশতে লাঠির ভর দিয়ে প্রবেশ করে খগেন)

খগেন- কি ব্যাপার এত সকালে এত হল্লা কেন -উঁঃ হুঃ - হুঁঃ-

(আকাশ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খগেনের হাত ধরে বসাতে চেষ্টা করে । খগেন ঝাটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নেয়)

খগেন- থামো -। বলি আমাকে পঙ্গু ভেবেছ নাকি - হুঁঃ - হুঁঃ

অকাশ- বালাই শাঠ । আপনি কেন পঙ্গু হবেন । পঙ্গু হবে আপনার শত্রু

খগেন- কাউকে অভিশাপ দেওয়টা আমার পছন্দ নয়

আকাশ- বঃ আপনি কি মহান

খগেন- আবার তেল লাগাচ্ছে - হুঁঃ - হুঁঃ -

পরাণ- আপনি আবার উঠে এলেন কেন

খগেন- এমন হল্লা করলে কি করে শুয়ে থাকব শুনি । এই যে ছেলে - তুমি কে হে -

আকাশ- আমি আকাশ - আকাশ মাঝি । আমি আকাশের মত বিস্তীর্ণ , আমি আকাশের মত স্বচ্ছ, আমি- আকাশের মত না না রংগে ....

খগেন- থামো । কবিতা আওড়ান হচ্ছে -

আকাশ- (উৎসাহের সাথে)-না না । কবিতা নয় - এটা গদ্য । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র -....

খগেন- চুপ কর । এর মাঝে আবার বঙ্কিমকে টানাটানি করছে । আমার বয়সে আমি অনেক দেখেছি বঙ্কিম - শরৎচন্দ্র -। - হুঁঃ-হুঁঃ -

পরান- চুপ করুন নইলে অসুস্থ হয়ে যাবেন

খগেন- নিকুচি করেছে অসুস্থতার ।হুঁঃ হুঁঃ - ও এখানে এল কি করে শুনি -

পরান- বারন করা সত্বেও ভিতরে ঢুকে পরেছে

আকাশ- না না ওটা ঠিক নয়

খগেন- মস্তানি দেখাচ্ছ ? ভাবছ আমরা বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধ বলে আমরা অথর্ব । আর তুমি মস্তানি করবে। আমিও এক সময় মস্তান ছিলাম -

আকাশ- আ-জ্ঞে !

খগেন- হ্যাঁ তাই -এখনও তোমায় চ্যাংগদোলা করে বাইরে ফেলে দিতে পারি । দেখবে তার নমুনা । -(ভিতরের দিকে চেয়ে) - কই হে তোমরা সবাই -উঁঃ - হুঁ ঃ -হুঁঃ

নেঃ জগন্নাথ- কই খগেনদা কই -

(নেপথ্য থেকে বলতে বলতে করে গজন্নাথ)

জগন্নাথ- এই যে খগেনদা । কি হয়েছে আপনার !

(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে মানব)

মানব- কি হয়েছে -খগেনদার !- এই যে খগেনদা কি হয়েছে আপনার !

খগেন- তোমরা যখন এসেগেছ তখন শোন -হুঁঃ হুঁঃ- ।পরাণ তুই বল-। ব্যাটা কাশিটা জ্বালিয়ে দিল উঁঃ-হুঁঃ

পরাব- কথা নেই বার্তা নেই ও হুর হুর করে ভিতরে চলে আসছে -

মানব- এই যে কি নাম তোমার

আকাশ- আকাশ । আকাশ রঞ্জন মাঝি - আমি আকাশের মত বিস্তীর্ণ , আমি আকাশের মত স্বচ্ছ -আমি নানা রংগে -

খগেন- আর রংগ বদলাতে হবে না ।এবারে এ চ্যাপ্টারটা ক্লোজ কর । আমার আবার-

আকাশ- কিছু প্রবলেম ?

মানব- এই যে ছেলে

আকাশ- আকাশ । আকাশ মাঝি আমার নাম -

খগেন- চুপ কর পাঁজি

আকাশ- এত বকছেন কেন ?

খগেন - সকালটা মাটি করে দিল আবার বলছে বকছেন কেন

মানব- তুমি এখানে কি কাজে এসেছ ?

আকাশ- সেটাইতো জানতে এসেছি

জগন্নাথ- মানে ?

আকাশ- বারে কি কি কাজ করতে হবে জানতে হবে না । বীনা কাজে তো কেউ অন্ন দেবে না আর আশ্রয়ও জুটবে না

জগন্নাথ- মানে তুমি থাকতে এসেছ !

পরাণ- ও মা ! ওকি বৃদ্ধ নাকি ! ও এখানে থাকবে কি করে !

আকাশ- (ম্লান হেসে) - যেমন করে তুমি আছ

পরাণ- সেকি ! ও দাদু - ও কি বলছে

মানব- পরাণ - যা - ওকে মেট্রনের কাছে নিয়ে যা । এর সুরাহা মেট্রন করবে

পরাণ- পরে যদি -

আকাশ না না তোমার ভাত মারব না -। হিংসা বিদ্বেষে আমি বিশ্বাস করি না

পরাণ উঁ - হিংসা বিদ্বেষ দেখাচ্ছে । কপালটা আমার পুড়ল -

জগন্নাথ- আঃ । আমরা তো আছি - যা ওকে নিয়ে যা

আকাশ- চলো - আগে বডি ফেলার যায়গাটা দেখি

মানব মানে । বডি ফেলবিউ মানে

আকাশ ধুত । এ বডি ফেলা সে ফেলা নয় -এ হল শয়ন তরে বডি ফেলা । চল চল দেরী হয়ে যাচ্ছে -

পরান- (বিষন্ন সুরে) -চল -ভাই

আকাশ- এ্যাঁ -। বেশ বলেছ - এখন থেকে আমরা ভাই ভাই -

(পরান মুখটাকে বিকৃত করে প্রস্থান উদ্যত । আকাশ তার হাতের বোচকটা কাধে রেখে গুন গুন করে -প্রস্থান উদ্যত)

আকাশ- হিন্দি চীন ভাই ভাই - দাও সবে তাই- তাই -....

(পরাণ আর আকাশ খুশি মনে গুন গুন করতে করতে বিদায় নেয়)

খগেন ছেলেটি বেশ মজার । কি বল মানব

মানব তাইতো দেখছি -

জগন্নাথ কথা বার্তায় বেশ চালাক মনে হল - কে জানে কোন মতলবে এসেছে

খগেন- থামতো বাপু । সব কথায় সন্দেহ খোঁজে । হুঁঃ হুঁঃ - এত বেলা হল একটু চা পেলে ভাল হত -হুঁঃ হুঁঃ

(নন্দিনি প্রবেশ করে)

নন্দিনি- আমি হাজির - ।চলুন জল খাবার তৈরী একি খগেন দাদু তুমি এখানে -

খগেন- এলেন আর একজন -

নন্দিনি- আপনার তো এখন ওষুধ খাওয়ার কথা

খগেন- মাথাটা আর খেওনা - এখন যাও তো । উঁঃ হুঁঃ - হুঁঃ -

(মানব আর জগন্নাথ খগেনকে ধরে)

খগেন - শরীরটা আর দেয় না -হুঁঃ হুঁ -

নন্দিনি- চলুন আমার সাথে ঘরে চলুন (নন্দিনি খগেনের কাছে এগিয়ে যায়)

খগেন- ঘরে নিয়ে গিয়ে ওষুধটা গিলিয়ে দেবে - তাই না ?

নন্দিনি- এটাই তো আমার কাজ -। সুস্থ থাকতে হলেতো ওষুধ খেতে হবে ।তাই না দাদু -

খগেন- পাঁজি । বজ্জাৎ - আমি তোমার সাথে যাব না

নন্দিনি- আপনি রাগ করলেও আমি হাসব আর আপনি হাসলে আমি খুশি হব -।এবার বলুন কি করবেন-

খগেন- মিষ্টিকথায় ঘায়েল করতে জানে - হুঁঃ হুঁঃ । কাশতে কাশতে জীবনটাই যাবে

জগন্নাথ+

মানব চলুন আমরা আপনাকে আপনার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি ।

(জগন্নাথ এবং মানব এগোবার চেষ্টা করে কিন্তু খগেন দাঁড়িয়ে থাকে)

মানব+জগন্নাথ- কই চলুন -

খগেন- না । তোমাদের সাথে যাব না । (ম্লান হেসে -নন্দিনিকে দেখিয়ে) আমি ওর সাথে যাব-

জগন্নাথ+

মানব সে কি !

খগেন- তোমরা তো আমার সাথী আর ও যে আমার নাতনী -এবার বল কার সাথে যাই । হেঃ- হেঃ-

(নন্দিনি মুচকি হাসে ।)

জগন্নাথ চলে আয় মানব । ওরা দাদু-নাতনী বুঝবে

(জগন্নাথ আর মানবের প্রস্থান । নন্দিনি খগেনকে নিয়ে ভিতরে যেতে উদ্দ্যত)

নন্দিনি চলুন

খগেন (আব্দারের সুরে) নন্দিনি

নন্দিনি কোন কথা নয় চলুন

খগেন নাঃ। তুই যা। আমি একটু বসি । এই গোধুলি লগ্নে নিরালায় বসে একটু মনের ভেলায় ঘুরে আসি

নন্দিনি বাবাঃ একেবারে কবি কবি ভাব । বেশ তাই থাক দেখি কোন নন্দিনি আসে তোমায় নিতে

(প্রস্থান উদ্দ্যত)

খগেন শোন - ।

নন্দিনি বল

খগেন হ্যাঁরে তোর সেই গানটা ওই যে গো - রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে-....

নন্দিনি বুঝেছি আজ আবার পুরান স্মৃতির জালে জড়িয়েছ । কেন মাঝে মাঝে ভুত চাপে বলতে পার ?

খগেন অত ব্যাখ্যা জানিনে বাপু -গাইলে গা নইলে যা -

নন্দিনি উঁঃ গোসার বহর দেখ । গাইছি

(খগেন চেয়ারে বসে আছে আর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবুক মনে গুন গুনিয়ে গান গাইতে শুরু করে - ‘ রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে-।’খগেন ভাবুক হয়ে চেয়ে থাকে ।

মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায় ।পরমুহূর্তে অল্প আলোয় দেখা যায় আকাশ দেয়ালে ঝোলান স্বামী বিবেকানন্দের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে হাত জড়োকরে প্রার্থনা করছে । মানব প্রবেশ করে অবাক দৃষ্টে আকাশের পানে চেয়ে থাকে ।

প্রার্থনা শেষ হতেই আকাশ ঘুরে মানবকে দেখে অবাক হয়ে যায় -)

আকাশ মানব কাকু তুমি -এখন এখানে

মানব ক দিন হল এই বৃদ্ধাশ্রমে তোর আগমন ,আর এর মধ্যেই তুই বৃদ্ধাশ্রমের পরিবেশটাই বদলে দিলি -সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরধনা -সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা -

আকাশ মা বাবা বলতেন এতে নাকি মনের শান্তি অটুট থাকে । আমিও তাতেই বিশ্বাস করি -

মানব তুই তোর মা-বাবাকে খুব মানিস তাই না

আকাশ আমার আদর্শ আমার মা-বাবা -তাদেরই দেখান পথে চলাই আমার স্বপ্ন

মানব খুব ভাল । কিন্তু তোর বিশ্বাসে কি সবার মনটাকে বদলাতে পারবি ?-

আকাশ তুমি যে একটু আগে বললে বৃদ্ধাশ্রমের পরিবেশ বদলে গেছে - আগে না হয় পরিবেশ বদলাক তারপর না হয় মনের কথা ভাবব । আমি এখন যাই কাকু -

মানব ভাল থাকিস -

আকাশ ভাল রাখো ভাল থাকো -এটাইতো জীবনের সহজ সরল পথ ।- ভব সাগর তারণ কারণ হে গুরু দেব দয়া কর দীনজনে -

(আকাশ গুন গুন করে গাইতে গাইতে বিদায় নেয় । মানব অবাক হয়ে আকাশের গন্তব্য স্থলের দিকে চেয়ে থাকে । মঞ্চের আলো কমে যায় ।) -

মানব এ যেন এসেছে এক আগন্তুক । এর আগমনে হয়েছে নতুন পথের সুচনা । পেয়েছে নতুন দিক -দর্শন । চলেছে নতুন চিন্তা নতুন ভাবনার পালা । চলেছে সকাল সন্ধ্যায় -আহ্নিক ।যেন বৃদ্ধ কালে -এক নতুন জীবনের স্বাদ -

(মানবের কথা শেষ হতেই শোনা যায় শঙ্খ ধ্বনি ।মঞ্চের আলো নিভে যায় ।তারই সাথে বাজে খোল কর্তাল । মঞ্চের আলো জ্বলে । সময় সন্ধ্যা । একটা চেয়ারের রাখা স্বামী বিবেকানন্দের ফটো রেখে তার সামনে হাত জড়ো করে বসে গাইছে নন্দিনি । পাশে বসে আছে পরাণ, মানব , জগন্নাথ)

নন্দিনি (গান) ভব সাগর তারণ কারণ হে , রবী নন্দন বন্ধন কারণ হে
স্মরনাগত কিংকর ভীত মনে , গুরুদেব কর দীনজনে .... ’

(গান চলাকালিন আকাশ খগেনকে সাথে নিয়ে এসে তাকে একটা চেয়ারে বসায় । । খগেন বসে দু হাত জড়ো করে প্রণাম করে নন্দিনির সাথে গলা মেলায় । সবাই একত্রে গান করে । গান চলা কালীন খগেন আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে নাচতে থাকে - আকাশও দুহাত তুলে তার সাথে তাল দেয় ।গান শেষ হতেই সবাই খুশিতে উল্লাস প্রকাশ করে ।)

মানব- আহা মনটা ভরে গেল । কি বলিস জগন্নাথ ?

জগন্নাথ- ভগবান - পূজা - এসবে আমার বিশ্বাস নেই

খগেন- ও আকাশ- আমি খুব খশি হয়েছিরে । ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে আছি -। বেশ করেছিস বাবা - তোর জন্যই একটু ঠাকুরের নাম গান হল । আশীর্বাদ করি আরো এমন অনেক কিছু কর- বদলে দে বৃদ্ধাশ্রম চিরাচরিত ধারাকে । -হুঁ - হুঁ

আকাশ এবার আপনি ভিতরে চলুন । আজকাল প্রায়ই আপনার শরীর খারাপ হচ্ছে

জগন্নাথ- হবে না কেন এত অত্যাচর অনিয়ম কি সহ্য হয়

মানব- অত্যাচার ! - এটা মেডিটেশন । এতে মনের বোঝাটা হাল্কা হয় -

নন্দিনি আকাশ - দাদুকে ভিতরে নিয়ে যা -

আকাশ- চলুন দাদু

খগেন চলরে বাবা (যেতে জেতে একটু থেমে) ও নন্দিনি গানটা আর একটু গাইবি রে

নন্দিনি (গান)‘ ভব সাগর তারণ কারণ হে

(গান গাইতে গাইতে নন্দিনি আর আকাশ খগেনকে ধরে নিয়ে প্রস্থান করে । জগন্নাথ একবার মানবের দিকে রাগন্বিত ভাবে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়).

জগন্নাথ ভক্তি উছলে উঠছে । অতী ভক্তি চোরের লক্ষন - বুঝবে তখন

(জগন্নাথ প্রস্থান করে)

(মঞ্চের আলো নিভে যায় পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । মঞ্চে বিরক্তির সাথে পাইচারি করে জগন্নাথ ।এমন সময় প্রবেশ করে_পরাণ, হাতে তার একটা ট্রেতে এক কাপ চা)

জগন্নাথ এই যে কখন সকাল হয়েছে সে খেয়াল আছে ।এখনও চায়ের নাম নেই ।

পরাণ এইতো হাজির

জগন্নাথ (বিকৃত)এইতো হাজির । আকাশটা এসে সবাইকে মাথায় উঠিয়েছে ।

পরাণ- কাকু চা-

জগন্নাথ- তুই কেন ? নন্দিনি কোথায় ?

পরাণ ভাল চা বানিয়েছি । খেয়ে দেখুন

জগন্নাথ নন্দিনি আজ কেন এল না

পরাণ- নন্দিনি মাসি সারা রাত পাঁচ নম্বর রুমের ঠাকুমার কাছে ছিল

জগন্নাথ কেন !

পরাণ- ঠাকুমার খুব জ্বর । ওষুধেও কোন কাজ করছে না দেখে ওরা সারা রাত জেগে ঠাকুমার মাথায় জলপট্টি দিয়েছে

জগন্নাথ ওরা কারা ?

পরাণ- ওই যে গো নন্দিনি মাসি আর সেই ছেলেটা - আকাশ

জগন্নাথ ওঃ তাই ।

পরাণ- হঠাৎ যখন ঠাকুমার অবস্থা খুব খারাপ হয়। আকাশ সেই গভীর রাতের অন্ধকারে একা চলে গেল

জগন্নাথ তুই ঠিক জানিস তো ? ও একা গেল

পরাণ জানি আপনি ভাবছেন নন্দিনি মাসির কথা

জগন্নাথ (উত্তেজিত)-পরাণ । বেয়াদপিটা বন্ধ কর

পরাণ- (বিরক্তির সাথে) আকাশ গিয়েছিল ডাক্তারকে আনতে

জগন্নাথ ওঃ । তাই । জল অনেক দূর গড়িয়েছে তাহলে -। দে চা দে

(পরাণ ভাবুক মনে দাঁড়িয়ে থাকে)

পরাণ এ্যাঁ হ্যাঁ । এই নিন চা

(পরাণ জগন্নাথকে চা এর কাপটা দেয়)

পরাণ- কাকু আপনি গড্‌কে মানেন

জগন্নাথ কেন ! তুই মানিস না

পরাণ- না মানলেও অবমাননা করি না

জগন্নাথ ও । তা গপ্পটা একটু শুনি -

পরাণ শুনেছি নাকি কেউ যদি কারও ক্ষতি করে গড তার ভাল করে না -

জগন্নাথ কি বললি হতছাড়া । আমায় জ্ঞান দিচ্ছিস

পরান- এটা গপ্প নয় এটা ঘটনা -হ্যাঁ -

(পরাণ প্রস্থান উদ্দ্যত হয়ে আবার ফিরে আসে)

পরাণ কাপ -টা

জগন্নাথ নে । (কাপটা পরাণকে দিলে পরাণ কাপটা নিয়ে মুচকি হেসে প্রস্থান করে)

জগন্নাথ এ বেটাও ওই দলে । এদের ব্যাবস্থা করতেই হবে -

(জগন্নাথ প্রস্থান করে । মঞ্চ ফাঁকা ।পরমুহূর্তে লাঠিতে ভর দিয়ে কাশতে কাশতে প্রবেশ করে খগেন)

খগেন- কই - কাপটেন কই ? কেউ নেই । সব গেল কোথায় । শুনলাম নাকি পাঁচ নম্বর রুমের মহিলাটি সারা রাত ধরে জ্বরে কষ্ট পেয়েছে । একজনও কেউ তার পাশে ছিল না -। নাঃ সঠিক খবরটা জানতেই পারছি না । কোথায় গেল রে বাবা । পরাণ বলি এই বেটা পরাণ

(পরাণ নেপথ্য থেক সারা দেয়)

নেঃ পরাণ আজ্ঞে যাই

(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ ডাকছিলে দাদু

খগেন এ্যাঁ - দাদুর বাচ্চা

পরাণ (মুচকি হেসে) নাতী আবার দাদুর বাচ্চা হয় নাকি

খগেন এমন হয় ।

পরাণ এমন হয় - দাদুর বাচ্চা

খগেন চুপ কর ওসব তুই বুঝবি না । হ্যাঁরে শুনলাম নাকি কাল রাতে পাঁচ নম্বর ঘরের মহিলার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল ।

পরাণ (আগ্রহের সাথে) হ্যাঁ । হয়েছিলতো

খগেন শুনলাম রাত ভর নাকি তার কাছে কেউ ছিল না

পরাণ না না । ছিল

খগেন- বললেই হল - আমি ভুল শুনলাম নাকি

পরান- ওরা সারা রাত জেগে রোগীর দেখাশোনা করেছে -

খগেন- ওরা বলতে কারা

পরান- নন্দিনি মাসি আর আকাশ

খগেন- ওঃ । তাই বল -

পরান- আকাশ ছিল বলেই ঠাকুমার অবস্থার উন্নতি হয়

খগেন কেন ওকি যাদু করেছিল নাকি

পরান- ওই রাতে ও না গেলে ডাক্তারকে আনা সম্ভব হত না আর ডাক্তার না এলে ঠাকুমাকে বাঁচান যেত না

খগেন- আকাশ ছেলেটার অনেক গুন আছে দেখছি । দেখিস -পাখিটা যেন ফুরুৎ না হয়ে যায়

পরাণ- আজ্ঞে - ! পাখিটা - কোন পাখিটা -

খগেন উঃ হুঃ হুঃ - ওরে আমাকে একটু ঘরে নিয়ে চল , আমার আবার শরীরটা খারাপ লাগছে

পরান- ওমনি শরীর খারাপ লাগতে লাগল -

(দ্রুত প্রবেশ করে আকাশ)

আকাশ- দাদু আমি হাজির -এবার সব ঠিক হয়ে যাবে

খগেন ইঃ এলো কোন যাদুগর

আকাশ আমি নইকো যাদুগর নয়কো কারিগর - খুশি রাখি খুশি থাকি -জীবনের এই মন্ত্র মেনে চলি

(খগেন আকাশের দিকে এক পলক দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়)

খগেন- চল পরাণ । -

(আকাশ দ্রুত গিয়ে পরাণকে সরিয়ে খগেনের হাত ধরে। খগেন রাগান্বীত দৃষ্টে দেখে)

আকাশ- আমি জানি তুমি একসময় মস্তান ছিলে । একাও চলতে পার -

খগেন- এখনও পটকে দিতে পারি . হুঃ - হুঃ

আকাশ- খুশি রাখো- খুশি থাক - জীবণের এটাইতো মন্ত্র-। এই গানটা গাও- দেখবে সব সহজ হয়ে যাবে ।- কি বল দাদু

খগেন - তুই বড় জ্বালাস হারামযাদা (মুচকি হেসে)

আকাশ- এ জলনে পাইযে তোমার খুশি -ওই যে তোমার মুখে হাসি ।

খগেন হ্যাঁরে - পারবি এমনি করে সবাইকে হাসি খুশি রাখতে

আকাশ তোমাদের হাসিতেই তো আমার হাসি -। তোমাদের খুশিতে আমার খুশি

খগেন ও পরাণ আমাকে নিয়ে চল

পরাণ আমিই

খগেন হ্যাঁ । এ বেটা ভাবুক হয়ে গেছে

পরাণ বেশ তাই চল -

(পরাণ খগেনকে ধরে নিয়ে যায়)

আকাশ আমি ভাবুক - ঠিক বলেছ (বলতে বলতে ভাবুক ভাবে মঞ্চের সামনে এগিয়ে যায়)

আকাশ- বৃদ্ধ কালের আশ্রয় - বৃদ্ধাশ্রম । সেই আশ্রয়ের অন্তরালে সবারই আছে কোন না কোন কারণ। লাঞ্ছনাময় জীবন- থেকে বাঁচতে শেষ লড়াই এই বৃদ্ধাশ্রমে ঠাই। তোমাদের মত জীবনে বাঁচার তাগিদে আজ আমিও এখানে-এই বৃদ্ধাশ্রমে -।....তোমরা আশ্রয় নিয়েছ সেবা পেতে - আমরা আশ্রয় নিয়েছি সেবা করতে । তোমরা টাকার বিনিময়ে সেবা পাও । আমরা সেবার বিনিময়ে টাকা পাই ।সবার লক্ষ্য এক - বেঁচে থাকার লড়াই । আমি -তুমি সবাই আমরা লড়ি শুধু বাঁচার তাগিয়ে -এরই নাম জীবন -লীলা গো -এরই নাম জীবন লীলা -

(আকাশ যখন আবেগে মত্ত তখন আকাশের অজান্তে প্রবেশ করে নন্দিনি । আকাশের কথা বলার শেষে নন্দিনির হাত তালি দিলে আকাশ চকিত ভাবে ঘুরে নন্দিনিকে দেখে অবাক হয়ে যায়)

আকাশ- নন্দিনি মাসি । তুমি - এখানে !

নন্দিনি- না এলে কি তোর এই আবেগ - তোর অন্তরের ব্যাকুলতা কি জানতে পারতাম

আকাশ- আমি তাদের ভাবনায় ব্যকূল যারা অসহায়, তবু লড়ে চলেছে বাঁচার জন্য । ওরা জেনেও জানেনা এর নিয়তি কোথায় তবু লড়ে যায় অন্তহীন। তাদের নিয়েই আমার ব্যাকুলতা । সেটাই আমার মনের ভাষা

নন্দিনি- তোর ওই মনের ভাষা যে আমাকেও ভাসিয়ে নিয়েছে - তাইতো তোর ডাকে আমি সাড়া না দিয়ে পারলাম না রে -

আকাশ- তুমি আমার ডাকে সারা দেবে - মাসি -!

নন্দিনি- যে স্বপ্ন তুই দেখিস আমিও দেখতে চাই সে স্বপ্ন । অপরের সুখ নিয়ে স্বপ্ন -।

আকাশ- তুমি হবে আমার সাথী - আমার পথের পথিক !

নন্দিনি হ্যাঁ আকাশ হ্যাঁ , আমি হব তোর সাথী

আকাশ মাসি - তুমি আমার মনে নতুম উদ্দ্যমের ঝড় বইয়ে দিয়েছো । আমি যে দিশাহারা - (আবেগ উচ্ছাসে) আমি পাগলহারা

নন্দিনি ওই পাগলামীতে আমিও পাগল হতে চাই । আমায় তুমি তোমার করে নেও

আকাশ ওঃ কি আনন্দ । আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই সবুজ মনের ভেলায় চলেছে ভেসে -দুলছে খুশির দোলায় । ওঃ আজ আমার কি আনন্দ । মাসি - চল মোরা হারিয়ে যাই সেই দেশে

নন্দিনি আকাশ -!

আকাশ (আবেগ উচ্ছাসে) -মা-সি - (আকাশ আবেগে নন্দিনির হাত ধরে । নন্দিনিও আবেগহারা হয়ে যায়)

নন্দিনি মোরা হব চিরসাথী

আকাশ এক বাঁধন এক গমন হবে মোদের পথ -

নন্দিনি- ব্যাস এমনি করেই যেন আমরা চলতে পারি -

আকাশ এমনি করেই যেন আমরা হারিয়ে যেতে পারি- সবার মাঝে - সবার অন্তরে -

নন্দিনি মোরা সেবক সেবিকা । মোদের কর্ম এক, মোদের ধর্ম এক । এক মোদের পথ ।

আকাশ এস মোরা একে একে মিলে ফুটিয়ে তুলি এক সুন্দর ধারাকে যেখানে থাকবে শুখের স্বপ্ন যেখানে থাকবে এক নতুন জীবনের আলো -

(নন্দিনি আর আকাশ নতুন উদ্দ্যমে মাতোয়ারা হয়ে একে অপরের হাত ধরে একে অপরের দিকে পলকহীন ভাবে চেয়ে থাকে । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায় ।নেপথ্য থেকে শোনা যায় সেতারের ঝঙ্কার /রবীনদ্র সংগীত- ‘ আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দেও.....’) পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো আবার জ্বলে । মঞ্চ ফাঁকা । নেপথ্যে তখনও বেজে চলেছে যন্ত্র সংগীত । এমন সময় হাতে একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে গুন গুনিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ (নেচে নেচে -গানের সুরে) এবার কালী তোমায় পূজব । জবার আর মুন্ডুর মালা তোমার পড়াব। এবার কালী তোমায় পূজব .....

(প্রবেশ করে মানব । পরাণকে নেচে নেচে গাইতে দেখে অবাক দৃষ্টে চেয়ে থাকে)

মানব ও বাবাঃ - নেচে নেচে গান হচ্ছে । কি ব্যাপার হঠাৎ এত খুশির কি হল

পরাণ ওমাঃ । তুমি জান না আমরা সবাই বেড়াতে যাব - হ্যাঁ - দক্ষিণেশ্বরে

মানব কে বলেছে ? আকাশ ?

পরাণ ও ছাড়া কার এত বড় বুকের পাটা আছে । এবার দিন-ক্ষণের অপেক্ষায় আছে ।তারপর ব্যাস এবার কালী তোমায় খাব । থুরি ঃ ---

(পরান প্রস্থান উদ্দ্যত)

মানব দাঁড়া দাঁড়া । যাচ্ছিস কোথায় ?

পরাণ বাজারে । এই দেখ ব্যাগ । আনব ভরে কারী কারী সব

মানব কেন ভোজ হবে নাকি ?

পরাণ সেটাইতো কথা

মানব এটাও নিশ্চয় আকাশ বলেছে

পরাণ হুঁ - এবার কালী তোমায় খাবো - সরি - পূজবো -

(গান গাইতে গাইতে পরাণের প্রস্থান)

মানব সবার ভাবনা যে ভাবে তার ভাবনাও কে ভাববে ।(দীর্ঘশ্বাষ নিয়ে)-যাই দেখি পাঁচ নম্বর ঘরের ঠাকুমার অবস্থাও কেমন আছে --

(মানব প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় নেপথ্য থেকে কাঁশতে কাশতে লাঠিতে ভর দিয়ে প্রবেশ করে খগেন)

খগেন- ও ক্যাপটেন - ক্যাপটেন ...। -কোথায় গেলরে বাবা -আর পারি না ।কে আছিস রে-

(এমন সময় প্রবেশ করে মানব)

মানব- এইতো আমি এখানে । কি হয়েছে এমন হাঁপাচ্ছেন কেন ?

খগেন জান না - আমার এ রোগটাও আছে

মানব বেশ তো খবর দিলেই আমি আপনার কাছে যেতাম

খগেন- বলি কাকে দিয়ে খবর দেব -(ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে) ওরে বাবা কোমরটা গেল

মানব- পরাণ - আকাশ এরা সব কোথায় গেছে -

খগেন- কোথায় আবার । ঘুরতে যাবে - লুডোর লড়াই হবে - এ নিয়ে সবাই মেতে আছে - ওদিকে আমাদের সেবা ছিকেয় উঠেছে

মানব- হ্যাঁ । শুনেছি ওরা বৃদ্ধাশ্রমের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাবার ব্যাবস্থা করছে -

খগেন এই বুড়ো বুড়িদেরকে নিয়ে ?

মানব- হ্যাঁ - এই বৃদ্ধাশ্রমের সবাইকে নিয়ে -দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ি যাবে

খগেন- বঃ । খুব ভাল হবে । মরনকালে মায়ের দর্শন হবে । বড় পূন্নির কাজ করবে গো । আকাশ ছেলেটা যেন অবতার -। সবার প্রতি ওর খেলয়াল আছে ।

মানব হ্যাঁ । আজ নাকি বিরাট ভোজের আয়োজন করেছে

খগেন বেশ কবজি ডুবিয়ে খাওয়া যাবে । কিন্তু ভোজের হেতুটা কি

মানব পাঁচ নম্বরের মহিলা সুস্থ হয়ে উঠেছেন - এই খুশিতে

খগেন দক্ষিণেশ্বর যাব মায়ের দর্শন করব কত পূণ্যির কাজ । কিন্তু ও মানব -আমি যে হাটতে পারি না

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে আকাশ)

আকাশ- আমি এসেছি - এসেছি সবার তরে । ভাবনা কিসের আমি আছি তো দাদু

খগেন ভাবনা একটাকে নিয়ে নয় - অন্য একটা

মানব কি সেটা

খগেন দক্ষিণেশ্বর যাব লুডোর লড়াই হবে - কিন্তু এর মধ্যে জগন্নাথ থকলে হবে না

মানব এর মধ্যে আবার জগন্নাথ এল কেন

খগেন ও বেটার সন্দেহ বাতিক । যদি সব ভন্ডুল করে দেয় । বেটা নামেই জগন্নাথ -কাজে ঠুটো

আকাশ- আজ আছি কাল নেই তবে কেন এত লড়াই-। আর লড়াই যদি করতে হয় তাহলে লড়ুন ওদের জন্য এক সময় যারা ছিল সংসারের নাথ বৃদ্ধকালে তারাই হয়েছে অনাথ -

মানব- বেশ বলেছিস ।- সারা জীবন যে হয় সংসারের নাথ একদিন তাকে করা হয় অনাথ -

আকাশ- তাদের মরণের পরেও তারা শ্মশানেও পায়না ঠাই -।. দুফোটা চোখের জলে সমবেদনা জানাবার থাকে না কেউ .....

খগেন- ওরে তুই থামবি । ক্যাপটেন । ওকে বলে দাও ও যেন আমাকে আর না কাঁদায় -

আকাশ- থামতে চাইলেও -মনকে থামাতে পারিনা দাদু -.

খগেন- ওরে আমার শরীরটা কেমন লাগছে রে-। এবার আমার সময় হয়ে এসেছে

(এমন সময় দ্রুত প্রবেশ করে নন্দিনি)

নন্দিনি- আ- কা-শ -

আকাশ (অবাক) কি হয়েছে মাসি -!

নন্দিনি- পাঁচ নম্বরের ঠাকুমার অবস্থা ভাল নয়

আকাশ- ডাক্তারকে খবর দিয়েছ ?

নন্দিনি- ডাক্তারকে পাওয়া যাচ্ছে না

আকাশ- ডাক্তারকে পাওয়া যাচ্ছে না .....

খগেন- ও ক্যাপটেন - আমাকে একটু ওনার কাছে নিয়ে চলো তো -।আমি ওর পাশে থাকবো -

মানব- চলুন - আমরাও যাব

(মানব খগেন কে সাথে নিয়ে প্রস্থান করে)

নন্দিনি- এখন কি হবে আকাশ -

আকাশ- ভাবছি -

নন্দিনি- ভাববার সময় নেই আকাশ -এরপর দেরী হয়ে যাবে

আকাশ- আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে - তুমিও ঠাকুমার কাছে যাও আমি চল্লম - -

(প্রস্থান উদ্যত হলে নন্দিনি আকাশের একটা হাত ধরে)

আকাশ- কি হল হাত ধরলে কেন ?

নন্দিনি- আকাশ - ঠাকুমাকে তোর বাঁচাতেই হবে

আকাশ- বাঁচা মরাতো ভগবানের হাতে -

নন্দিনি- ঠাকুমা তোকেই ভগবান মানে

আকাশ- আমিও তাকে ঠাকুমা মানি

নন্দিনি- আজ দশ বছর ধরে একভাবে ওনার সেবা করেছি - মনে হয় উনিই আমার মা -

আকাশ- কি বলছ তুমি !

নন্দিনি- হ্যাঁ ওই ঠাকুমাই আমার মা -

আকাশ- মাসি !

নন্দিনি- যা - আকাশ যা । -নইলে দেরী হয়ে যাবে -যা-

আকাশ- আমি যাচ্ছি ডাক্তার আনতে । তুমি দেখ ঠাকুমাকে -। আমি যাব আর আসব

(আকাশের প্রস্থান)

নন্দিনি- ভগবান তুমি সবার জীবন-রেখা যেমন খুশি টান ক্ষতি নেই কিন্তু ঠাকুমার অন্তিম রেখা তুমি এখন টেন না । -ঠাকুমাকে হারালে আমি বাঁচব কাকে নিয়ে -। বল কাকে নিয়ে বাঁচবো ---

-(বলতে বলতে চোখের জল আসে । এমন সহয় নেপথ্য থেকে নন্দিনিকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ- নন্দিনি মাসি - তুমি এখানে -

নন্দিনি- পরান ! কি হয়েছে রে !

পরান- সব সর্বনাশ হয়েগেছে

নন্দিনি- পরাণ -

পরাণ- ঠাকুমা আর নেই -মাসী

নন্দিনি- নাঃ - (নন্দিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পরাণ নন্দিনিকে শান্তনা দেবার চেষ্টা করে)

পরাণ- মাসি -। নন্দিনি মাসি ।- ওঠ - ওরা সবাই তোমার অপেক্ষা করছে

নন্দিনি- যে এত নিষ্ঠুর হয় আমি তার কাছে যাই না

পরান- আকাশ এলে কি বলবে নন্দিনি মাসি -

নন্দিনি- না । ওকে কিছু বলবি না । ও ডাক্তার আনতে গেছে । যদি ডাক্তার ঠাকুমাকে বাঁচাতে পারে -

পরাণ- মরা মানুষকে বাঁচাবে

নন্দিনি- চুপঃ- মরা নয় - বল ঘুমোচ্ছে - ক্লান্তির নিদ্রায় মগ্ন আমার মা-

(নন্দিনিকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে আকাশ)

আকাশ- মাসি - । একি শুনছি -। তুমি কথা বলছো না কেন -

নন্দিনি- চুপ । আমার মা ঘুমাচ্ছে -

নন্দিনি- ডাক্তার নিয়ে এসেছিস -

আকাশ- ঠাকুমা তো বেঁচে নেই -

নন্দিনি- কে বলেছে - কে বলেছে আমার মা বেঁচে নেই - । মা আমার বেঁচে আছে ..মা আমার...

(উত্তেজানার সাথে বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পরে)

আকাশ- মাসি চল ঠাকুমার কাছে চল -ওঠ । পরান মাসি কে ধরতো

(ধরাধরি করে নন্দিনিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু নন্দিনি বেসামাল হয়ে আকাশের গায়ে ঢলে পড়ে ।মঞ্চের আলো নিভে যায় ।)

(পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । মঞ্চ ফাঁকা । সময় -সন্ধ্যা লগ্ন । কাশতে কাশতে প্রবেশ করে খগেন । মঞ্চে রাখা একটা চেয়ারে বসে কাশতে থাকে)

খগেন- বঃ রে ঠাকুর - বুড়ি মহিলাকে বার বার আশার আলো দেখিয়ে হঠাৎ জীবন জ্যোতিটা নিভিয়ে দিলে ।- ছিঃ -তোমরা সব বেইমান ।...যে বাঁচতে চায় তাকে মরনের পথ দেখায় আর যে মরন চায় তাকে কলা দেখাও । বেইমান -এক নম্বরের বেইমান । বঃ একি ! কোন কাশি নেই -বেটা ভগবানএর উপর রাগ করলে সব ঠিক থাকে দেখছি । দারুন ফরমুলা । আকাশ - আকাশ -

(একটা কাগজের টুকরতে লেখা হিসাব পড়তে পড়তে মঞ্চের এক প্রান্ত থেক অন্য প্রান্ত যেতে থাকে)

পরাণ আলু পটল মিলিয়ে দুশো বাইস টাকা

খগেন পরাণ - এই পরাণ

পরাণ (হাতের কাগজের দিকে লক্ষ্য করে) বলুন

খগেন আকাশ কোথায় রে

পরাণ হবে কোথাও । জানো না ঠাকুমার শ্রাদ্ধের পাওনা গন্ডা এখনো মেটে নি তাই নিয়ে ব্যাস্ত

খগেন দেখা হলে বলিস তো আমি ওর খোজ করছিলাম

পরাণ কেন

খগেন একটা মজার ফরমুলা বের করেছি

পরাণ মজার ফরমুলা ! কি গো

খগেন ভগবানের উপর রাগ করলে নাকি মুসকিল আসান হয়ে যায়

পরাণ এ্যাঁ -

খগেন হ্যাঁ । দেখ আমার কাশি নেই । হে হে

পরাণ কি মজা । আকাশ - আকাশ দাদু তোকে ডাকছে -

(বলতে বলতে দ্রুত প্রস্থান করে পরাণ)

খগেন একজন এলেন তিনিও পগারপার । আকাশ -আরে ও হারামযাদা আকাশ-

(দ্রুত প্রবেশ করে আকাশ)

আকাশ (গানের সুরে) না ডাকিলে যারে পাওয়া যায় । বলতো ব্যাপারটা কি এত খোঁজ কিসের

খগেন বলবো ?

আকাশ বল না

খগেন খুব গোপনীয়

আকাশ বলে ফেল এখানে সব গোপনীয় -

খগেন কানে কানে বলি (আকাশ কান এগিয়ে দিলে খগেন কানে বলে)

আকাশ এতো পরাণও জানে - হে হে

খগেন ধুর হারামযাদা । আবার হাসা হচ্ছে

আকাশ (গানের সুরে) -রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও -

(আকাশ খগেনের লাঠিটা ধরে খগেনকে ভিতরে নিয়ে যাবার সময়
দুজনায় খুশিতে অঙ্গ হেলিয়ে প্রস্থান করে উদ্দ্যত হয়ে স্থীর হয়ে যায়)
সেমুহূর্তে নেপথ্য থেকে ভেসে আসে সমবেত কণ্ঠে গান)

সমবেত কণ্ঠে গান

এসেছে খুশির মেলা ভুলে সব হাসি-কান্না
নয় নয় আর নয় অতীতের যত ভাবনা,
খুশি রাখ খুশি থাক - জপ সবে এ মালা
জীবনের জয় যাত্রা এ মালায় আছে গাথা
এসেছে খুশির মেলা ভুলে সব হাসিকান্না --

(গান শেষ হলে আকাশ আর খগেন পূর্বের ন্যায় অঙ্গ দুলায়ে
বিদায় নেয় । হন্তদনত হয়ে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ- আজকের খবর - খুশির খবর ।যা বাবা এখানেও কেউ নেই । যাই সবাইকে খবরটা দিয়ে আসি।

(পরাণ প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় প্রবেশ করে মানব ।)

পরান মানব কাকু শুনেছ আজকের তাজা খবর - আজ থেকে রোজ ডক্তার বসবে এই বৃদ্ধাশ্রমে

মানব হ্যাঁ - শুনেছি

পরাণ আমাদের মহা বরদান বলো । যাই সবাইকে খবরটা দিয়ে আসি । (পরাণের প্রস্থান)

মানব সত্যি অকল্পনীয়- বৃদ্ধাশ্রমে নিয়মিত ভাবে চিকিৎসার সুযোগ। এ শুধু আকাশের দ্বারাই সম্ভব ।
এমনি করেই সবার মনে ফুটিয়ে তোল হাসি - ওরা হাসুক সবাই দেখুক -আকাশ আছে -

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে আকাশ সাথে নন্দিনি)

আকাশ- যেমন করে আছে ওই নীল আকাশ তেমন করে থাকব আমি সবার তরে - -

নন্দিনি সেবাই ধর্ম সেবাই স্বর্গ -এতেই তো আছে জীবন-দর্শন

মানব- যেমন আকাশ তেমনই নন্দিনি - যেন অবতারের জুটি

নন্দিনি আশীর্বাদ করুন যেন এমনি করেই কাটিয়ে দিতে পারি মোদের জীবন

মানব মোদের জীবন -

আকাশ রোজ এখানে ডাক্তার আসবে তাতেই অনেক অসুস্থতা দূর করা যাবে ।-কেমন হবে বলুন

মানব হঠাৎ এ ভাবনা এল তোর মাথায় -

আকাশ ওই যে দেখলে না পাঁচ নম্বরের ঠাকুমার সময়মত ডাক্তারের তত্বাবোধন না হওয়ায় মৃত্যু হল ।

মানব সবই ভাল কিন্তু এত খরচা

নন্দিনি কিছু ডাক্তারের ত্যাগ স্বীকার আর কিছু আকাশের অবদান

মানব আকাশের অবদান -কি শুনি

আকাশ আমার স্বর্গবাসী মাতা-পিতা প্রায়ই বলতেন - ওরে ওদের কথাও ভাব - যারা অসহায়-অনাথ । দেখবি ওদের একটু খুশির হাসিতে তোর জীবনটা ভরে যাবে অসীম আনন্দে -

নন্দিনি সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আকাশের জন্য মা-বাবার গচ্ছিত কিছু অর্থ এই সেবায় উৎস্বর্গ করেছে

আকাশ মা-বাবার আত্মার শান্তি আর আমার মনের তৃপ্তি - এর চেয়ে বেশি কি চাই - ।

(আকাশের চোখে জল দেখা দেয়)

মানব তোর মা-বাবা আজ দেখে যতে পারল না যে কত বড় মহৎ কাজ করলি । তাদের আত্মার শান্তি হোক - তুই আরো বড় মহৎ কাজ কর এই আশীর্বাদ করি । আমি চলি রে -

(মানবের প্রস্থান । আকাশ ভাবুক মনে মঞ্চের সামনে যায় । নন্দিনি অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে থাকে)

আকাশ আজ আমি আমার মা-বাবার ইচ্ছা পুরন করতে পেরে নিজেকে একটু হাল্কা লাগছে । কিন্তু

নন্দিনি কি আকাশ

আকাশ মা-বাবার মরনকালে তাদের সেবা করার সুযোগ পেলাম না । আজ কেন জানিনা বাবর তাদের কথা মনে হচ্ছে । আমি বড়ই ক্লান্ত - বিধ্বস্ত

(আকাশ উদাস মনে একটা চেয়ারে বসে । নন্দিনি তার কাছে যায়)

নন্দনি আকাশ । আকাশ । দেখবি জীবনে আরো সুযোগ আসবে -তাদের সব বাসনা পুরন করার। চল এবার ঘরে চল

আকাশ আমাকে একটু একা থাকতে দেবে মাসি-

(হন্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করে পরাণ)

পরাণ আকাশ ! - একি এমন মনমরা হয়ে বসে আছে কেন

নন্দিনি ওর মনটা ভাল না

পরাণ তাহলে আমাদের মনের কি হবে

নন্দিনি চুপ কর সব সময় ঠাট্টা । তুই এখন যা । আকাশকে একটু একা থাকতে দে

পরাণ বেশ তাই যাই

আকাশ পরাণ -

(পরাণ প্রস্থান উদ্দ্যত হয়ে আকাশের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় । ভীত ভাবে ধীরে ধীরে ঘার ঘুড়িয়ে আকাশের দিকে দেখে । আকাশ তেমনই ভাবে মাথা নত করে বসে থাকে)

পরাণ কে জেন ডাকল মনে হল -

আকাশ- আমার ঘরে রাখা ফুলের মালাটা ঠাকুমার ফটোতে পড়িয়ে দিস-

পরাণ ঠিক আছে (পরাণের প্রস্থান)

নন্দিনি- আকাশ- !

আকাশ- উনি তো তোমার মা -নন্দিনি মাসি

নন্দিনি আমি আর এ যাতনা সইতে পারছি না - (নন্দিনির চোখে জল)

আকাশ- এটা সত্য - এটাই সবাই জানুক - (বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পরে)

নন্দিনি- আ-কা-শ !

আকাশ- আমি পারলাম না তাকে বাঁচাতে - আমায় ক্ষমা করে দিও মাসি - আমায় ক্ষমা করে দিও -

(কাঁদতে থাকলে নন্দিনি আকাশকে শান্তনা দিলে আকাশ আবেগে নন্দিনিকে জড়িয়ে ধরে । মঞ্চের আলো নিভে গিয়ে আবার জ্বলে । মুহূর্তের জন্য মঞ্চ ফাঁকা ।এমন সময় নেপথ্যে থেকে গাড়ির হর্ন বাজার শব্দ শোনা যায় । দ্রুত প্রবেশ করে পরাণ)

পরান- সকাল সকাল বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ !- ব্যাপারটা কি হল -

(পরান নীচে উঁকি দিয়ে দেখে অবাক)

পরান- ওমা গেটের সামনে কি সুন্দর একটা গাড়ি । আহা গাড়িটা যদি আমাদের হতো -তাহলে সকাল সন্ধে একটু ঘুরতে পারতাম -

(জগন্নাথ কথার খেই ধরে প্রবেশ করে)

জগন্নাথ- কোথায় যেতিস শুনি -

পরান- যেতাম .... কোথাও যেতাম

জগন্নাথ- শুনলাম নাকি আকাশের অনেক সম্পত্তি আছে ? কোথা থেকে পেল ওই সম্পত্তি , নাকি বাটপারি করে হরপ করেছে

পরান- ছিঃ- কি যে বল না -এখানে এখনও শোকের ছায়া ও দিকে ওনার -

জগন্নাথ- কেন খারাপ কি বল্লাম ? বেটা তো বাপ-মা মরা এক অনাথ । তার এত সম্পত্তি কোথা থেকে এলো ?

পরান- তোমার কিছু ভাগ চাই

জগন্নাথ- নিজের যায়গায় থাক - ভুলে যাস না তুই -

পরান- সেই ভাল । চাকর মনিবের লড়াই এ কি কাজ বল । ওই দেখ আবার গাড়ীটা বো বো আওয়াজ করছে - (জগন্নাথ ও পরাণের সাথে উকি দিয়ে নীচে দেখে)

জগন্নাথ- একি ! এ তো ডেড বডি নিয়ে যাবার গাড়ি !

পরান- ওমা - আকাশতো এটার কথাই বলেছিল -

জগন্নাথ- তার মানে ?

পরান- তুমি জান না ? ঠাকুমার ডেড বডি নিয়ে যাবার সময় কি ঝামেলা হয়েছিল- কোন রকমে বাঁশ জোগাড় হলো তো দড়ি নেই -দড়ি হল তো বডি রাখার জায়গা নেই

জগন্নাথ এত ফিরিস্তি দেবার কি হয়েছে - অনভিজ্ঞের হাতে দ্বায়ীত্ব দিলে যা হয়

পরান সে যাই হোক বাপু । তা দেখে আকাশের মনে কষ্ট হয় ব্যাস তারপরেই ঠিক হয় এখন থেকে এই বৃদ্ধাশ্রমের কারও মৃত্যু হলে তাদের ডেড বডি আর বাঁশে বেধে যাবে না

জগন্নাথ- তাহলে কি ভাবে যাবে শুনি - রথে চড়ে

পরান- রথই বটে - যাকে বলে স্বর্গরথ - তাইতো এই গাড়ি -

জগন্নাথ- মানে -

পরান- মানেটা আকাশ জানে । - কি সুন্দর গাড়িটা আহা দেখেই মনটা ভরে যায় -আমিও ওদের মত করে গাড়িটাকে সাজাবো

জগন্নাথ- এখনই সখ করিস না - ওই গাড়ির চাড়ার বয়স তোর হয়নি -

পরান- তুমি এক বারে -হুঃ -

(পরান অসুন্তষ্টি প্রকাশ করে প্রস্থান করে । তা দেখে জগন্নাথ হাসে)

জগন্নাথ- হাঃ হাঃ হাঃ -

(প্রবেশ করে মানব)

মানব- কিরে এই সকাল বেলায় হাসির কি হল

জগন্নাথ- (ব্যাঙ্গাত্বক সুরে) -এখন থেকে নাকি এ বৃদ্ধাশ্রমের কেউ মরলে তার ডেড বডি বাঁশের মাচায় করে যাবে না

মানব- তাহলে -

জগন্নাথ- নীচে উকি দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি

মানব- একি- । এ তো ডেড্‌বডি নিয়ে যাবার গাড়ি

জগন্নাথ- দেখ এটাও হয়ত ওই আকাশ খরচা দিয়েছে

মানব- এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ

জগন্নাথ- লাভ না হলেও লোকসান তো হতে পারে

মানব- লোকসান হবে !কেন ?

জগন্নাথ- এমনি করতে করতে একদিন ও এই বৃদ্ধাশ্রমটাকে কিনে নিয়ে ব্যসবা করবে - আমরা তখন -

মানব- এতে যদি আমাদের সুলভ হয় তাহলে আপত্তি কিসের -।অকারণ এসব ভেবে বিচলিত হচ্ছিস -

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে আকাশ)

আকাশ ভালই হয়েছে আপনারা এখানে -

মানব কেন কোন কাজ আছে

আকাশ বরে গাড়িটা এল আপনারা দেখবেন না

জগন্নাথ- শুনলা ডাক্তারের খরচা তুই দিচ্ছিস ? এখন এই গাড়ির খরচটাও কি তুই দিয়েছিস ?

(আকাশ মাথা নত করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে)

জগন্নাথ- কি করে চুপ করে আছিস যে

মানব- আঃ জগন্নাথ এটা হচ্ছেটা কি - আজকের দিনে এসব না বললেই নয় -

জগন্নাথ- কিরে আকাশ - চুপ করে আছিস কেন ...

আকাশ- ভেবেছিলাম বুঝে নেবেন যখন তা হল না শুনুন তাহলে -প্রকারন্তে গাড়িটা আমার মাতা-পিতার দান - আমি তাদের মাধ্যম মাত্র -

মানব- অতীব সুন্দর । এক উযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানের মত কথা বলেছিস

জগন্নাথ- এরপর কি এই বৃদ্ধাশ্রমটাও-

মানব- জগন্নাথ -কি হচ্ছেটা কি - এখনও সেই একই স্বভাব -

আকাশ- ওনার মনে যে সন্দেহের দানা বেধে আছে তা পরিষ্কার না হলে উনি মানসিক দ্বন্দে ভুগবেন । বলুন আপনি কি বলতে চান

জগন্নাথ- এরপর কি এই বৃদ্ধাশ্রমটাকে কিনে নিবি নাকি ? (আকাশ ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকে)

জগন্নাথ- চুপ করে রইলি যে -

আকাশ- সেবাব্রতী হয়েই এসেছিলাম- সেবাব্রত হয়েই কাটিয়ে দিতে চাই ।- এতেই আমার আনন্দ -এতেই আমার স্বর্গীয় মাতা-পিতার আত্মার শান্তি - । এতে না হয় একটু খরচা হল -তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের

(মানব আবেগের সাথে হাততালি দেয় ।)

জগন্নাথ- (উত্তেজিত ভাবে)- হুঁঃ - এসব বেলেল্লা পানা -

(জগন্নাথ উত্তজিত হয়ে প্রস্থান করে ।)

মানব- আমি শুধু খুশি হইনি আমি গর্বীতও হয়েছি -। যাই দেখে আসি আমাদের স্বর্গ রথ

(মানব প্রস্থান করে)

আকাশ তোমাদের আশীর্বাদ যেন চিরসাথি হয় । যাই দেখে আসি কাজ কত দূর এগোল

(আকাশ প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় খগেন)

খগেন- এই যে হারমযাদা । বলি এত টাকা যার সে কেন এই বৃদ্ধাশ্রমে পরে আছে বলতে পারিস

আকাশ- বেঁচে থাকার জন্য কি প্রয়োজ বলতে পারো ?

খগেন আমাকে শেখাবি

আকাশ- প্রয়োজনের অন্ন আর আশ্রয় এইতো প্রয়োজন । এইটুকু তো আমায় এই বৃদ্ধাশ্রমই দিচ্ছে । তাহলে আর টাকা দিয়ে কি হবে

খগেন- তবুতো জীবনের কিছু সঞ্চয় থাকা দরকার -

আকাশ- আমার সঞ্চয় তো তোমাদের আশীর্বাদ -

খগেন কবে কার মৃত্যু হবে তার নেই ঠিক অথচ এত দামী গাড়িটা পরে থাকবে

আকাশ- না না ভুল - এ গাড়ির মালিক হবে এই বৃদ্ধাশ্রম -কিন্তু সব বৃদ্ধাশ্রমের অতিথীদের শেষ যাত্রাকালে এর সেবায় কোন কার্পন্যতা হবে না -

খগেন হ্যাঁ -আমি আমার মরনের আগে জেনে যাবো মরনের পরের যাত্রার কথা । এ যেন নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করে যাওয়া - ভাল খুব ভাল

আকাশ- দাদু ! মা-বাবার সেবা করার সুযোগ পাইনি বলে নিজেকে বড়ই অভাগা মনে হত । কিন্তু আজ তা পূরণ হয়েছে -। -

(নেপথ্য থেকে পরানের ডাক শুনতে পাওয়া যায়)

নেঃ পরান- আকাশ -আকাশ - নীচে গাড়ির কাছে আয়

আকাশ- আমি যাই গাড়িটা সাজাতে হবে । আবার দেখা হবে - এখানে এই সন্ধ্যায় । আজ যে বসবে -খুশির আসর । চলি - (গানের সুরে) দেখেছি রূপ সাগরে ...

(আকাশ প্রস্থান উদ্দ্যত)

খগেন- এই বেটা কেমন হারামজাদা ।

আকাশ আবার কি হল

খগেন - এমন শুভ কাজে আমায় সাথে নিয়ে যাবি না

আকাশ তা কেমনে হয় - দাদু

(আকাশ খগেনের একটা হাত তার কাধে রেখে দুজনায় প্রস্থান করে)
অন্য দিক থেকে ফুলের মালা নিয়ে খুশি মনে গুন গুন করে
গাইতে গাইতে প্রবেশ করে পরাণ)

পরান- একি- ! এখানে তো কেউ নেই-। আমাকে ফুল আনতে বলে সবাই হাওয়া । খালি ফুল আর ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে গাড়িটাকে । বেশ লাগছিল - যেমন রথের বাহার তেমনই ফুলের বাহার - নিশ্চয়ই সবাই নীচে গাড়ির কাছে । আমি আসছি আকাশ

(পরাণ প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় জগন্নাথ)

জগন্নাথ কি ব্যাপার এত উতলা হবার কি হল

পরাণ ওই যে গাড়ি

জগন্নাথ কেন গাড়ি আগে দেখ নি

পরাণ গাড়ি না রথ - মানে স্বর্গ রথ

জগন্নাথ ওই রথে তোমার চড়ার বয়স হয়নি - তাই একটু রয়েসয়ে চল । বুঝেছ

পরান হ্যাঁ -

জগন্নাথ যাও

(পরাণ ভয়ে ভয়ে একটু এগিয়েই দ্রুত পলায়ন করে । নেপথ্য থেকে অনেক

জনের হুল্লোরের শব্দ শোনা যায় । প্রবেশ করে মানব)

মানব- কিরে জগন্নাথ -এত উত্তেজনা কিসের -

জগন্নাথ- উত্তজনা নয় - উল্লাস

মানব- উল্লাস !

জগন্নাথ হ্যাঁ - মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর যাত্রা প্রস্তুতির তৈয়ারীর খুশির কারণে এত উল্লাস

মানব - ছেলেটার এই মহান কাজের জন্য আমাদেরও ওকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ

জগন্নাথ- মানুষকে মরার আগেই তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে যন্ত্রনা দেওয়াটা কি মহৎ কাজ ?

মানব- এ কথা কেন বলছিস । জন্ম হলেই মৃত্যু অবধারিত -এ তো সবারই জানা - তাই বলে মৃত্যুর পরের কথা ভাববে না

জগন্নাথ- ভাববে । তবে সে তার প্রজন্মদের ভবিষ্যতের কথা ভাববে । কিন্তু নিজের মৃত্যু কেমন হবে এটা ক'জনা ভাবে -

(নেপথ্য থেকে নন্দিনির আর্তনাদের শব্দ শোনা যায় ।

মানব- কার আর্তনাদ ! জগন্নাথ - শোন কার যেন আর্তনাদ -

জগন্নাথ- তাইতো - কিসের আর্তনাদ - চল তো নীচে গিয়ে দেখি -

(এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে নন্দিনি)

নন্দিনি- মানব কাকু - মানব কাকু সর্বনাশ হয়ে গেছে

মানব- কি হয়েছে -

নন্দিনি- সর্বনাশ হয়েগেছে

মানব কি হয়েছে বলবে তো -

(নন্দিনি উত্তেজনার বসে কথা বলতে না পারায় ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করে)

নন্দিনি- আকাশ - আকাশ

মানব- কি হয়েছে আকাশের

নন্দিনি- স্বর্গ-রথ সাজানো শেষ হবার পর ....শেষ হবার পর ..

জগন্নাথ- কি হয়েছে বলবে তো

নন্দিনি- যে পালঙ্ক করে মৃতদেহ নিয়ে যায় - আকাশ নিজে হাতে সুন্দর করে তাকে সাজায় । তারপর-

মানব- তারপর !

নন্দিনি তারপর ওর সখ হয় ওই পালঙ্কে নিজে শুয়ে দেখবে যে কেমন লাগে । তারপর -আকাশ আর উঠল না ....

(নন্দিনি কান্নায় ভেঙ্গে পরে)

জগন্নাথ- আর উঠল না !

মানব- যে সবার হাসি ফোটাতে চাইল তাকেই ভগবান উঠিয়ে নিল

নন্দিনি ওই নিষ্ঠুরের কি আসে যায় - কারও ভাল ওর সহ্য হয় না

জগন্নাথ মানব । চলতো দেখি ঘটনাটা কি

মানব নন্দিনি তুই ও চল আমাদের সাথে -

নন্দিনি- সব যখন হারালাম তখন আর গিয়ে কি করব

জগন্নাথ- চল মানব

(জগন্নাথ আর মানব দ্রুত প্রস্থান করে । নন্দিনি ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে শূন্যের পানে চেয়ে রুক্ষ ভাবে বলে)

নন্দিনি- তুমি ভগবান ? তুমি নিষ্ঠুর -তুমি ঠাকুমাকে নিলে এখন আকাশকেও নিলে -কারও শুখ কি

তোমার পছন্দ হয় না - (উত্তজিত ভাবে) তুমি তো নিষ্ঠুর -তুমি বেইমান

(বলতে বলতে নন্দিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । সে মুহূর্তে খগেন প্রবেশ করে নন্দিনির কাছে গিয়ে তার কাঁধ ধরে ওঠাবার চেষ্টা করে)

খগেন- ওঠ নন্দিনি -। ভগবান নিষ্ঠুর নয়

নন্দিনি মিথ্যা শান্ত্বনা দিচ্ছ ।

খগেন আকাশের কাছে যাবি না

নন্দিনি নাঃ । ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে -আমি ওর কাছে যাব না ।

খগেন আকাশ ভাল আছে

নন্দিনি কি বললে !

খগেন আকাশ ভাল আছে

নন্দিনি ভাল আ-ছে - ! আমার আকাশ ভাল আছে

(নন্দিনি বলতে উঠে দাঁড়ায়)

খগেন হ্যাঁ । আমাদের ডাক্তার জানিয়েছে ওর হার্ট এ্যাটাক হয়েছিল -

নন্দিনি আমি আসছি আকাশ -

(নন্দিনি দ্রুত প্রস্থান উদ্দ্যত)

খগেন কোথায় যাচ্ছিস -

নন্দিনি আকাশের কাছে

খগেন ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে । সাথে আমাদের ডাক্তারও আছে

নন্দিনি আমি হাসপাতালে যাব । তুমি আমায় নিয়ে যাবে

খগেন বেশ চল -

নন্দিনি আমি জানি আমার আকাশ আমায় ছেড়ে যেতে পারে না । চল না দাদু -

খগেন- হ্যাঁ হ্যাঁ - চল । দূর্গা দূর্গা -

(নন্দিনি আর খগেন প্রস্থান করে)

মঞ্চের আলো নিভে যায় । পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । ব্যাস্ততার সাথে মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়)

পরাণ কি কি যে আনতে বলল - ধুর সব গুলিয়ে যাচ্ছে । আকাশ অসুস্থ বলে এখন সব দায় আমার । যাই আবার জিজ্ঞাসা করে আসি -

(ভিতরের দিকে যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে)

পরাণ হ্যাঁ । মনে পড়েছে

(‘আজি এসেছি এসেছি বধু হে নিয়ে এই হাসি রুপগান’ -গান গাইতে গাইতে বিদদায় নেয়)

(জগন্নাথ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে)

জগন্নাথ সেকি এখানে কেউ নেই । পরাণ - এই ব্যাটা পরাণ - কোথায় থাকে কে জানে । মানবের ও দেখা নেই । আকাশ সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে যেন খুশির মেলা বসেছে -

(এমন সময় প্রবেশ করে মানব)

মানব এই যে জগন্নাথ - আমি তোকেই খুজছিলাম

জগন্নাথ আমিও তো তোকেই খুজছি

মানব একেতে আকাশ সুস্থ হয়ে ফিরেছে , তারওপর খগেনদার আইডিয়া বুঝতেই তো পারছিস -

জগন্নাথ আকাশ সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে - আনন্দের খবর । কিন্তু এরপর যেটা হতে চলেছে সেটার কোন

প্রয়োজন ছিল না

মানব যা ঘটছে ঘটতে দে - ভেবে নে এটাই ওপরওয়ালার মর্জি

জগন্নাথ ওপরওয়ালার দোহাই দিয়ে সবাই পার পেয়ে যায়

(প্রবেশ করে পরাণ তার দু হতে দুটো রজনীগন্ধ ফুলের মালা)

পরাণ আমি হাজির । ফুলের মালাও হাজির

মানব অনেক দরী করে দিলি যে

পরাণ আকাশ অসুস্থ তাই আমাকেই পাগলের মত চরকি খাওয়াচ্ছে সবাই-

জগন্নাথ বেশ হয়েছে এবার বাকীদের ডাক

(খগেন হাতে লাঠি নিয়ে দ্রুত প্রবেশ করে)

খগেন আমি এসে গেছি - (দর্শকদের দিকে হাত জড়ো করে বলে)আপনাদের সবাই উপস্থিত আছেন দেখে ভাল লাগছে । আজ আমরা একটা অভিনব কাজ করতে চলেছি -। যারা আমাদের সেবা করে তাদের কথা আমরা ভাবি না । তাই আজ একটু ভেবেছি - আর আপনাদেরকেও একটু ভাবাবো

মানব পৃথিবীতে মানুষের আসা -যাওয়া হয় বিধির বিধানে । সে আসা যাওয়ার মাঝের কিছু পলকে স্মরনীয় করে রাখতে চাই -

জগন্নাথ তাই আমরা ঠিক করেছি একে একে সবাইকে কোন না কোন বন্ধনে আবদ্ধ করবো

খগেন ক্যাপটেন আর বিলম্ব নয়

মানব ওকে বস - চল জগন্নাথ

(মানব আর জগন্নাথ দুজন মঞ্চের দুপ্রান্তে চলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জগন্নাথ আকাশকে আর মানব নন্দিনিকে নিয়ে দুদিক থেকে প্রবেশ করে । পরাণ অবাক হয়ে সে দিকে চেয়ে থাকে)

খগেন কিরে পরাণ - হা করে দেখছিস কি । যা ওদেরকে দে

পরাণ হ্যাঁ ।এবার বুঝেছি নন্দিনি মাসির সাথে আকাশের বিয়ে

জগন্নাথ এক মিনিট - আপনারা ভাবছেন কি করে মাসির সাথে বিয়ে হচ্ছে। আসলে নন্দিনি মাসি রূপির সেবিকা , প্রকৃতপক্ষে - ওরা একে অপরের পরিপুরক তাই -

খগেন পরাণ - শুরু -

পরাণ (গানের সুরে) আজি এসেছি এসেছি বধু হে ..

(গানের সাথে সাথে ফুলের মালা একটা আকাশকে আর একটা নন্দিনিকে দেয়)

.খগেন এ্যাকসান-

(আকাশ আর নন্দিনি ফুলের মালা হাতে নিয়ে একে অপরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে

খগেন হল্ট

(খগেনের হল্ট বলার সাথে সাথে ওরা দুজনায় স্থীর হয়ে দাঁড়ায়)

খগেন (দর্শকদের উদ্দ্যেশে) এমনটি কোথাও পাবেন না - এই বৃদ্ধাশ্রমের অভিনব ঘটনা । এবার পাত্র-পাত্রী তোমাদের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করতে পার

মানব +

জগন্নাথ - (সুরে) - পা-রো -ও

পারাণ বল বল - মন খুলে বল

আকাশ+ নন্দিনি আমরা যেমন সেবাব্রত ছিলাম তেমনই থাকতে চাই -তবে দুটিপ্রান একটি মন হয়ে

সবাই তথাস্তু -

(নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে -''আজি এসেছি এসেছি বধু হে নিয়ে এই হাসি রুপগান .....' (মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

- সমাপ্ত -

বৃদ্ধাশ্রম

পূর্বাভাস

সন্ধ্যা লগ্নে নীড়হারা পাখী যেমন করে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের ছোট্ট সুখের আপন নীড়ের সন্ধ্যানে – । তেমন ই করে মানুষ ও ছুটে বেড়ায় একটু নীড়ের সন্ধানে । সেই নীড় – যেথা হয় না মন নিয়ে মন কষাকষি – যেথা থাকে না আমার– তোমার বিচার কাঠি , যেথা নেই কলহ–বিবাদ , আছে একটু শান্তি । এমনটাই হোক আমদের নীড় – তেমনটাই হোক সবার স্বপ্ন। জীবনের শেষ লগ্নে মানুষ যেন পেতে চায় একটু আশ্রয় – একটু শান্তির একটু সহানুভুতির ।

স্বপ্ন – কল্পনা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজ করে । দিনে দিনে সেই স্বপ্নে দেখা ‘ ‘ ‘ ‘সুখের বাসাটা’ – গড়ে ওঠে তিল তিল করে কিন্তু কে জানে সে বাসায় একদিন তারই হবে না ঠাঁই –। আপনত্ব –আপন শুখ , আপন বাসনা –সবই তখন হয়ে যায় যাতনা । অবশেষে – রয়েছে বৃদ্ধাশ্রম ।

বৃদ্ধাশ্রমের সেই নিয়ম – সেই বাধন ভাল না লাগলেও তাকেই করে নিতে হয় আপন । কভু কখনও ঘটে যাওয়া খুশির ঘটনা – মনে রয়ে যায় তা আমরন । এমনটি কি ঘটে সদা ওই বৃদ্ধাশ্রমে ?

****

বৃদ্ধাশ্রম

চরিত্র লিপি

মানব	বৃদ্ধ (বৃদ্ধাশ্রমের কনিষ্ট বৃদ্ধ)
জগন্নাথ	বৃদ্ধ - মানবের বন্ধু
খগেন	বৃদ্ধ -(বৃদ্ধাশ্রমের বয়ঃজেষ্ঠ বৃদ্ধ)
পরান	যুবক - বৃদ্ধাশ্রমের আশ্রিত কর্মী
আকাশ	যুবক - বৃদ্ধাশ্রমের আশ্রিত কর্মী
১ম বৃদ্ধ	বৃদ্ধাশ্রমের সদস্য
২য় বৃদ্ধ	বৃদ্ধাশ্রমের সদস্য
বৃদ্ধা	বৃদ্ধাশ্রমের সদস্যা
এবং	
নন্দিনি	বৃদ্ধাশ্রমের সহযোগী মহিলা

বৃদ্ধাশ্রম

রচনা

মৃণাল দত্ত